

মামলুক সিরিজ-২

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ

দ্য ব্যাটালিয়ন





মামলুক সিরিজ-২

বর্বর তাতারবিরোধী আইন জালুত যুদ্ধের মহানায়ক  
সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ  
দ্য ব্যাটালিয়ন

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি  
ভাষান্তর  
যায়েদ আলতাফ  
মানসূর আহমাদ  
সম্পাদক  
আব্দুর রশীদ তারাপাশী

କାନ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକାଶନୀ



ত্রুটীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২২  
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ট ৩৫০, US \$ 18. UK £ 13

প্রচ্ছদ : নাদিমা তামাজ্জা

প্রকাশক  
কালান্তর প্রকাশনী  
বাশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার  
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র  
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার  
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক  
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬  
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক  
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ  
মুদ্রণ : শেখারা মিডিয়া  
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-2-0

**The Battalion**  
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by  
**Kalantor Prokashoni**  
+88 01711 984821  
kalantorprokashoni10@gmail.com  
facebook.com/kalantorprokashoni  
www.kalantorprokashoni.com

---

#### All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.



## প্রকাশকের কথা

শ্রীফীয় দাদশ শতাব্দীর শুরুতে গোবির মরুভূমি থেকে ধেয়ে এসেছিল চেঙ্গিস বাড়। আকাশ আঁধার করে আসা সেই সর্বনাশ ঝড়ের কালো ছায়া এসে পড়েছিল শক্তিশালী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ও জাতির ঐক্যের কেন্দ্রভূমি বাগদাদকেন্দ্রিক আৰাসি খিলাফতের ওপর; কিন্তু বিতর্কপ্রিয় অচেতন জনগোষ্ঠীর কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়ানি সে দিন। সতর্ক হয়নি সে বাড় থেকে আঘাতক্ষার জন্য। একসময় সেই বাড় প্রচণ্ড আকার ধারণ করে আছড়ে পড়ে খাওয়ারিজমের ওপর এবং ধৃসন্তুপে পরিণত করে এই শক্তিমান ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যকে; কিন্তু খাওয়ারিজমের করুণ অবস্থা দেখেও সতর্ক হওয়ার গরজ অনুভব করেনি পাশের বাগদাদ। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। মোঞ্জল ও তাতার নামক সেই প্রলয়ৎকরী তাঙ্গবে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যায় বিশাল আৰাসি খিলাফত। পুরো মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ত্রাস, শঙ্কা আৱ উৎকর্থ। রক্তের স্নোতে তলিয়ে যেতে থাকে দারুল খিলাফাহ বাগদাদ। তৎকালে সারা বিশ্বের বিদ্যার্থীদের জ্ঞানকেন্দ্র হয়ে ওঠা দারুল হিকমার সমস্ত গ্রন্থ অশক্তিত বৰ্বর মোঞ্জলরা ফেলে দেয় দিজলা ও ফুরাতে, গ্রন্থের কালিতে কালো হয়ে যায় নদীর পানি। জীবিতৰা আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে থাকে মিসরের দিকে—মামলুক সুলতানের আশ্রয়।

মানুষ মনে করেছিল তাতারবাড় একটা খোদায়ি গজব, কিয়ামত-পূর্ব ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনী। কেউ কেউ ভাবছিল এরা দাজ্জালের বাহিনী; তাই মানুষের সাধ্য নেই এই বাড় মোকাবিলার। মুসলিমবিশ্বের ওপর বয়ে-যাওয়া এ তাঙ্গব দেখে সেদিন থরথর করে কাঁপছিল ইউরোপও। হ্যারল্ড ল্যাস্টের ভাষায়, ‘সুইডেন ও ভেনিসের জেলেরা তাতারদের ভয়ে সাগরে মাছ ধরার নৌকা ভাসাতে ভয় পেত!’

জাতিকে রক্ষার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার, যার মধ্যে থাকবে জিহাদের পূর্ণ জজবা। ইমান হবে পাথরের চেয়ে কঠিন ও দৃঢ়, সাহস থাকবে পাহাড়ের চেয়ে উঁচু; আর জাতির প্রতি প্রেম ও দরদে দিলটা থাকবে সাগরের চেয়ে বিশাল ও গভীর। সেই ক্রান্তিকালে মহান আল্লাহ মামলুক সুলতানদের থেকে চয়ন করে নিয়েছিলেন সাইফুদ্দিন কুতুজ নামের এক মুজাহিদকে, যিনি ইমান ও জিহাদের মাঠে আবির্ভূত হয়েছিলেন ধূমকেতুর গতি নিয়ে। আইন

জালুতের মহারণে চির-অজ্ঞয় আখ্যা পাওয়া তাতারদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়ে উম্মাহর স্ফের  
আকাশে উদয় হয়েছিলেন ধ্বনিতারা হয়ে। পালটে দিয়েছিলেন ইতিহাসের মোড়। ধীরে ধীরে  
ফিরে আসতে থাকে মুসলিমদের গৌরবময় হারানো অতীত।

ইতিহাসকে তুলনা করা হয় আয়নার সঙ্গে। ইতিহাসের পাতায় দেখে নিতে হয় অতীতের উত্থানের কারণ, পতনের প্রধান নিয়মক। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অনুসরণ করতে হয় সেই উত্থানের মাধ্যমগুলোর এবং পরাজয় থেকে বাঁচতে হলে পরিহার করতে হয় পতনের কারণসমূহ। এমনই এক ইতিহাস হচ্ছে মামলুক সুলতান সাইফুল্লিন কৃতুজ রাহ-এর জীবনেতিহাস।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মোঞ্জল ও তাতারদের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ। গ্রন্থটির লেখক বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি এ অংশটি প্রকাশ করেছেন—মোঞ্জল ও তাতারদের ইতিহাসের অংশ হিসেবে; আবার সুলতান সাইফুল্লিন কৃতুজ নামে আলাদাভাবে। তাই আমরাও লেখকের অনুসরণে দুভাবেই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির নাম রেখেছি সুলতান সাইফুল্লিন কৃতুজ দ্য ব্যাটালিয়ন।

গ্রন্থটি বিষয়-বিবেচনায় যথেষ্ট কঠিন এবং ভাষিক উপস্থাপনায় সৌকর্যপূর্ণ ও আলংকারিক। অনেকেই এমন গ্রন্থ অনুবাদে হিমশিম খেয়ে যান। মানুষের নাম, জায়গার নাম, বিভিন্ন বস্তুর নাম, তারিখ ইত্যাদি এতই জটপাকানো যে, হিমশিম খাওয়া আশ্চর্যের কিছু না; কিন্তু মানসূর আহমাদ তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে যথেষ্ট সাবলীলতার সঙ্গে গ্রন্থটির অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন। ভূমিকা অনুবাদ করেছেন যায়েদ আলতাফ। সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ লেখক আবদুর রশীদ তারাপাশী। দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষা ও বানানের কাজ করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত। এ ছাড়া ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন এবং আমিও গ্রন্থটি পাঠ করেছি।

আমরা আমাদের চেষ্টায় কতটুকু সফল সেটা নিরীক্ষণ করবেন পাঠকসমাজ। আশা  
করব যেকোনো পর্যায়ের ভুলগুটি নজরে এলে কালান্তরকে অবহিত করবেন।  
ইনশাআল্লাহ কালান্তর আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

আবুল কালাম আজ্জাদ

কালান্তর প্রকাশনী

১০ সেপ্টেম্বর ২০২২



## অনুবাদকের কথা

বাংলাদেশে সঠিক ইতিহাসচর্চা খুবই কম হয়। পাঠ্যবইয়ে জোর করে ইতিহাস গেলানো হলেও স্বতঃপ্রাণোদিত ইতিহাসচর্চা হয় না বললেই চলে। আমরা অনেকেই আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার নাম শুনেছি; কিন্তু পড়েছি কজন? আর পড়ব দূরের কথা, নামই-বা জানি কয়টি গ্রন্থের! যখন দেখি বড় বড় আলিম পর্যন্ত সাইফুদ্দিন কুতুজের নামটা জানেন না, তখন দুঃখে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়। ইতিমধ্যে দুজন মুহাদ্দিস আলিমকে ‘ইদানীং কী লিখছ?’—প্রশ্নের জবাবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির নাম জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উভয়কেই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছে সাইফুদ্দিন কুতুজ কে ছিলেন, কী ছিলেন!

আমরা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদের সুবিশাল পাঠাগার ধ্বংসের কাহিনি খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে পারি; কিন্তু সেই হালাকুর বাহিনীকে যিনি পরাজিত করলেন, তাঁর নামটা পর্যন্ত জানি না—আমাদের চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কে হতে পারে! একটা জাতি যদি নিজেদের পূর্বসূরিদের না চেনে, তারা কীভাবে শিক্ষা নেবে! কোন পরিস্থিতিতে কী পদক্ষেপ নিতে হয়, তা জানবে কীভাবে! পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে অঙ্গ জাতি কীভাবে জেগে উঠবে! ইতিহাস তো অতীতের আয়নায় ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা।

ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি একজন আরব-ইতিহাসবিদ। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ইতিহাস-বিশ্লেষক। মুসলিম উম্মাহকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, উম্মাহর সিংহপুরুষদের বীরত্বের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দিতে এবং পূর্বসূরিদের অনুসৃত রীতিতে জাগিয়ে তুলতে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস প্রয়াস। আমাদের এ গ্রন্থটি তাঁর রচিত আল-মুগুল বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার গ্রন্থের শেষ দুই অধ্যায়ের অনুবাদ। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ড. সাল্লাবি যেভাবে একে আলাদা গ্রন্থের রূপ দিয়েছেন, তেমনিভাবে এ যুগে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা বৃপ্তায়ণে গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ দ্য ব্যাটালিয়ন।

### গ্রন্থটির অনুবাদে অনুসৃত নীতি : কিছু কৈফিয়ত

- ‘কুতুজ’ বানানের ক্ষেত্রে অনেকে দ্বিধাদন্তে ভোগেন। ‘কুতু’ ‘কুতুয়’ ‘কুতুজ’—কোনটা শুধু? আমরা কুতুজ বানানে কেন লিখলাম? আমাদের অনুসন্ধান

অনুযায়ী আরবি নামে ঢাবর্গে পেশ আছে। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ ড. কাসিম আবদুল্ল রচিত কুতুজের জীবনীতে ‘ঢাবর্গে’ পেশ দিয়ে লেখা হয়েছে। তা ছাড়া ইংরেজি উইকিপিডিয়ায় সরাসরি Qutuz বানানে লেখা হয়েছে। তাই আমরা মনে করি, কৃত্য বানানের চেয়ে কুতুজ/কুতুজ অধিক বিশুদ্ধ। আর যেহেতু গ্রন্থটিতে আমরা প্রমিত বাংলা বানানীতি অনুসরণ করেছি, তাই অন্তস্থ য-য়ে না লিখে বগীয় জ-য়ে লিখেছি। এই হিসেবে কুতুজ বানানটা চলনসই হলেও কুতুজ বানানই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

- এভাবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অধিক গ্রহণযোগ্য ও অধিক বিশুদ্ধ বানান গ্রহণের চেষ্টা করেছি। যেমন, তাতারি না লিখে তাতার লিখেছি।
- হাদিসের সুন্দর ক্ষেত্রে টাইকায় শুধু গ্রন্থের নাম ও হাদিস-নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।
- তথ্যসূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে পাশাপাশি একই গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠানম্বর এলে শেষেরটা রাখা হয়েছে।
- পাঠকের প্রয়োজন ও উপকারের কথা ভেবে অনুবাদক বা সম্পাদকের পক্ষ থেকে কিছু টাইকা সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
- ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আরবিতে অনেক সময় কবিতা উন্মৃত করা হয়। বাংলায় সেগুলোর তেমন প্রয়োজন না থাকায় কিছু কবিতার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির অনুবাদের শুরু থেকে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অনেক ভাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। সুলতান কুতুজের অলংকারপূর্ণ দুর্বোধ্য একটি চিঠির মর্ম উন্ধার করে দিয়েছেন মিসরে অধ্যয়নরত দিলওয়ার মিলকি ও আরও তিনজন, তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়াও অনেকে গ্রন্থের ব্যাপারে খোজখবর নিয়েছেন, বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন; সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি, তিনি যেন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর দীনের জন্য কবুল করেন। আমিন।

মানসূর আহমাদ

১৮ মে ২০১৯

gelpenbd@gmail.com



## সূচিপত্র

লেখকের কথা # ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

মামলুক সাত্রাজ্যের গোড়াপত্তন # ৩৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মামলুকদের উৎস ও উত্থান # ৩৯

এক : মামলুক কারা	৩৯
১. নাজমুদ্দিন আইযুব ও মামলুকগণ	৪২
দুই : মামলুকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষা-পদ্ধতি	৪৬
১. প্রথম স্তর	৪৭
২. দ্বিতীয় স্তর	৫১
৩. তৃতীয় স্তর	৫২
৪. খাওয়াপরা ও বিশ্বামের নিয়মাবলি	৫২
৫. ডিপ্রি ও শিক্ষাসমাপ্তির নিয়মকানুন	৫৩
৬. মামলুকদের ভাষা	৫৩
৭. মামলুকদের মধ্যে ‘উসতাজ’ সম্পর্ক	৫৪
৮. খুশদাশিয়া (সাথি) সম্পর্ক	৫৫
৯. তারা কি বহিরাগত	৫৫
১০. আধুনিক মিলিটারি অ্যাকাডেমি	৫৬
১১. মামলুক আমিরবিক্রেতা শায়খ ইজ্জুদ্দিন	৫৬
১২. অনন্যদের যুগ	৫৯
তিনি : সপ্তম কুসেড গোকাবিলায় মামলুকদের প্রচেষ্টা	৬০
১. মানসুরার যুধ	৬২
২. যুদ্ধের নেতৃত্বে তুরানশাহ	৬৩
৩. মামলুকদের বীরত্বের চিত্র	৬৫
৪. বাদিত্ব ও সর্ধির শর্তাবলির মধ্যে নবম লুই	৬৬

৫. সপ্তম ক্রুসেড অভিযানে ক্রুসেডারদের পরাজয়ের কারণ	৬৭
৬. সপ্তম ক্রুসেডের ফল	৬৭
৭. তুরানশাহকে যেভাবে হত্যা করা হয়	৭২
<b>চার : আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ</b>	<b>৭৪</b>
১. সংশোধন-সংস্কারের পথ পরিহার	৭৭
২. জুলুম	৮০
৩. বিলাসিতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ	৮৩
৪. পরামর্শসভা বন্ধ করে দেওয়া	৮৫
৫. আইয়ুবি পরিবারে গৃহবিবাদ	৮৬
৬. খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব	৮৭
৭. সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক প্রবাহ তৈরিতে আইয়ুবিদের ব্যর্থতা	৮৯
৮. কেন্দ্রীয় প্রশাসনে দুর্বলতা	৯০
৯. গোরেন্দাবিভাগের দুর্বলতা	৯১
১০. রাজনৈতিক অঙ্গে আল্লাহতীর আলিমদের অনুপস্থিতি	৯২
১১. নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মৃত্যু এবং যোগ্য উত্তরসূরির আভাব	৯৩

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## মামলুকদের রাজত্বে শাজারাতুদ দুর ও ইজ্জুদ্দিন আইবেক # ৯৫

<b>এক : শাজারাতুদ দুর</b>	<b>৯৫</b>
১. শাজারাতুদ দুর আইয়ুবি ছিলেন নাকি মামলুক	৯৫
২. মিসর-সম্রাজ্ঞী	৯৬
৩. তাঁর জন্য দুআ	৯৭
৪. তাঁর নামাঞ্চিত মুদ্রা	৯৮
৫. তাঁর অভিযোক	৯৮
৬. শাজারাতুদ দুরের ক্ষমতারোহণকে সবার প্রত্যাখ্যান	৯৮
৭. শাজারাতুদ দুরের পদত্বাগ	৯৯
৮. ইসলামে নারী-নেতৃত্বের হুকুম	১০০
<b>দুই : ইজ্জুদ্দিন আইবেকের রাজত্ব</b>	<b>১০৩</b>
১. আইয়ুবি ও ক্রুসেডারদের শংকা	১০৮
২. মামলুক ও আইয়ুবিদের মধ্যকার যুদ্ধ	১০৭
৩. মামলুক ও ক্রুসেডারদের মধ্যে চুক্তি	১০৮
৪. আরবাসি খলিফার সমবোতা-প্রচেষ্টা	১০৯
৫. মামলুকদের বিরুদ্ধে আরবীয় মিসরিদের বিদ্রোহ	১১০

৬. মামলুক সহকর্মীদের থেকে শঙ্কা এবং আকতাই হত্যা	১১৫
৭. সুলতান আইবেক ও শাজারাতুদ দুরকে হত্যা	১১৮
৮. আলি ইবনুল মুয়জের রাজত্ব ও কুতুজের কর্তৃত্বগ্রহণ	১২২
৯. স্বরাষ্ট্র-বিষয়ে সাইফুল্দিন কুতুজের পদক্ষেপ	১২৭

### চতুর্থ অধ্যায়

#### আইন জালুতযুদ্ধ ও তাতারদের পরাজয় # ১২৯

##### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### বিলাদুশ শাম ও জাজিরায় তাতারদের দখলদারত্ব # ১৩১

এক : সিলভানের (Mayafarikin) প্রতিরোধ	১৩১
১. তাতারদের মুখোমুখি আমিদ নগরী	১৩১
২. মায়াফারিকিন কর্তৃক তাতারদের চ্যালেঞ্জ	১৩২
৩. কামিল কর্তৃক তাতারদের বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ্রহণ	১৩৩
৪. নাসির কর্তৃক কামিল আইযুবির পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান	১৩৩
৫. সিলভানের পতন ও কামিল আইযুবির শাহাদাত	১৩৫
৬. মারদিন	১৩৮
<b>দুই :</b> প্রতিরোধ ও আত্মসমর্পণে দ্বিধান্বিত নাসির ইউসুফ	১৪০
১. হালাকু কর্তৃক বাদশাহ নাসিরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান	১৪০
২. মামলুকদের কাছে নাসিরের সাহায্য কামনা	১৪২
৩. হালাবের পতন	১৪৩
৪. দামেশক	১৪৭
৫. বাদশাহ নাসির আইযুবির শেষ পরিণতি	১৫১

##### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### আইন জালুতযুদ্ধের পূর্বাভাস ও এর ঘটনাসমূহের অগ্রগতি # ১৫৪

এক : মিসর দখল করা তাতারদের কৌশলগত লক্ষ্য	১৫৪
<b>দুই :</b> মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধকরণে কুতুজের পদক্ষেপ	১৫৫
<b>তিনি :</b> সাইফুল্দিন কুতুজের প্রতি হালাকুর চিঠি	১৬৩
১. যুদ্ধের পরামর্শসভা	১৬৬
২. সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা	১৬৭
৩. হালাকুর দৃত হত্যা	১৬৮

চার : চূড়ান্ত দিন	১৭০
১. যুদ্ধের আগে	১৭০
২. মুসলিমবাহিনীর পদক্ষেপ	১৭১
৩. গোজার যুদ্ধ	১৭১
৪. গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা-তথ্যাবলি	১৭৩
৫. মামলুক-মোঙ্গলদের মধ্যে তুমুল লড়াই	১৭৪
৬. মোঙ্গল-সেনাপতির বীরত্ব	১৭৬
৭. দামেশক ও বিলাদুশ শাম মুক্তকরণ	১৭৮
৮. দামেশকে সাইফুল্দিন কুতুজের আগমন	১৮০
৯. শামের শাসনক্ষমতা সুবিন্যস্তকরণ	১৮১
১০. পরাজয়ের পর হালাকুর পদক্ষেপ	১৮২
<b>পাঁচ : কুতুজ হত্যা</b>	<b>১৮৩</b>
১. কুতুজ হত্যার কারণ	১৮৫
২. মামলুকদের সিংহসনে আরোহণের পদ্ধতি	১৮৭
৩. কুতুজ হত্যার ফল	১৮৮
৪. কুতুজের সমাধি ও ইজ ইবনু আবদুস সালামের প্রশংসা	১৯০
৫. মোঙ্গলদের পুনরাক্রমণ	১৯১
<b>ছয় : আইন জালুতে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ</b>	<b>১৯৩</b>
১. বিচক্ষণ নেতৃত্ব	১৯৩
২. কুতুজের ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইমানি দৃষ্টিভঙ্গি	১৯৬
৩. যোগ্য লোকের কাছে দায়িত্ব অর্পণ	২০১
৪. শক্তিশালী বাহিনী	২০৮
৫. জিহাদের অনুপ্রেরণ সূচিটি	২০৫
৬. প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপকরণ গ্রহণের পন্থা	২০৬
৭. পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিভা	২১১
৮. সাইফুল্দিন কুতুজের দুরদৃষ্টি ও বিচক্ষণ রাজনীতি	২১৫
৯. বিজয়ী দলের গুণাবলি অর্জন	২১৭
১০. ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া এবং বীরদের বৈধ উত্তরাধিকার	২১৯
১১. আলিমদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রার্থনা	২২১
১২. দুনিয়াবিমুখতা	২২৩
১৩. মোঙ্গল রাজপরিবারে অন্তর্দৰ্শ	২২৩
১৪. জালিম ও সীমালঞ্চনকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি	২২৫
<b>সাত : আইন জালুত যুদ্ধের প্রভাব ও ফল</b>	<b>২২৬</b>
১. মোঙ্গলদের দখলদারত্ব থেকে বিলাদুশ শাম মুক্তকরণ	২২৭

২. শাম ও মিসরের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা	২২৭
৩. মামলুকদের বিরোধীশক্তি দমন	২২৮
৪. পৌত্রিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়	২২৯
৫. মানবেতিহাসের চূড়ান্ত ঘটনা	২৩০
৬. মুসলিম উন্মাহর মধ্যে নবজাগরণ	২৩১
৭. থেমে গেল মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারা	২৩১
৮. কুসেভার ও তাতারদের মধ্যকার মৈত্রীচুক্তির ব্যর্থতা	২৩২
৯. কুসেভারদের দুর্বল অস্তিত্ব	২৩২
১০. কায়রো শহর	২৩৩
১১. বীর মামলুকদের রাজত্বের সূচনা	২৩৩
১২. আরবাসি খিলাফতের প্রতীকী যুগ	২৩৪
১৩. মামলুক ফৌজের উন্নয়ন ও অন্তর্শস্ত্রের আধুনিকীকরণ	২৩৪
<b>সারকথা</b>	<b>২৩৬</b>







## ଲେଖକେର କଥା

ସକଳ ପ୍ରଶଂସା ଆଲ୍ଲାହରି ଜନ୍ୟ । ଆମରା ତାର ପ୍ରଶଂସା କରି, ତାର କାହେ ସାହାୟ ଚାଇ ଏବଂ ତାରି କାହେ କ୍ଷମାପାର୍ଥନା କରି । ଆମରା ନିଜେଦେର ଆଜ୍ଞାର ଅନିଷ୍ଟ ଓ ଆମଲେର ଭୁଲଭୁଟି ଥେକେ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ଆଶ୍ରୟ ଚାଇ । ଆଲ୍ଲାହ ଯାକେ ହିଦ୍ୟାତ ଦେନ, ତାକେ କେଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରତେ ପାରେ ନା; ଆର ତିନି ଯାକେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେନ, ତାକେ କେଉ ହିଦ୍ୟାତ ଦିତେ ପାରେ ନା । ଆମି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଚ୍ଛି, ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା କୋନୋ ଉପାସ୍ୟ ନେଇ, ତିନି ଏକକ, ତାର କୋନୋ ଶରିକ ନେଇ । ଆମି ଆରଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଚ୍ଛି, ମୁହାମ୍ମାଦ ﷺ ତାର ବାନ୍ଦା ଓ ରାସୁଲ ।

ହେ ମୁମିନଗଣ, ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହକେ ସଥାୟଥିଭାବେ ଭୟ କରୋ; ଆର ତୋମରା ମୁସଲମାନ ନା ହୟେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୋ ନା । [ସୁରା ଆଲେ ଇମରାନ : ୧୦୨]

ହେ ଲୋକମକଳ, ତୋମରା ତୋମାଦେର ରବକେ ଭୟ କରୋ, ଯିନି ତୋମାଦେର ଏକ ପ୍ରାଣ ଥେକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ; ଆର ତାର ଥେକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକେ ଏବଂ ତାଦେର ଥେକେ ଛଢିଯେ ଦିଯେଛେ ବହୁ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ । ଆର ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରୋ, ଯାଁର ମାଧ୍ୟମେ ତୋମରା ଏକେ ଅପରେର କାହେ ଚୟେ ଥାକୋ । ଆର ଭୟ କରୋ ରାତ୍ରମ୍ପର୍କିତ ଆଜ୍ଞାୟର ବ୍ୟାପାରେ । ନିଶ୍ଚଯ ଆଲ୍ଲାହ ତୋମାଦେର ଓପର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ । [ସୁରା ନିମା : ୧]

ହେ ମୁମିନଗଣ, ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରୋ ଏବଂ ସଠିକ କଥା ବଲୋ । ତିନି ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ତୋମାଦେର କାଜଗୁଲୋ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପାପଗୁଲୋ କ୍ଷମା କରେ ଦେବେନ । ଆର ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତାର ରାସୁଲେର ଆନୁଗତ୍ୟ କରେ, ସେ ଅବଶ୍ୟକ ଏକ ମହାସାଫଳ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରବେ । [ସୁରା ଆହଜାବ : ୭୦-୭୧]

ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ଆପନାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ କ୍ଷମତାର ବିଶାଳତ୍ଵେର ଚାହିଦାନ୍ୟାଯୀ ଆପନାର ପ୍ରଶଂସା, ଆପନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେତୁର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପନାର ପ୍ରଶଂସା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେତୁର ପରାପର ଆପନାରି ପ୍ରଶଂସା । ସକଳ ପ୍ରଶଂସା ମହାନ ପ୍ରଭୁର ଜନ୍ୟ, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁପାତେ । ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମହାନ ରବେର ଜନ୍ୟ, ଯା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଯୋଗୀ । ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହରି ଜନ୍ୟ, ତାର ବଡ଼ତି ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଚାହିଦା ଅନୁପାତେ ।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আল-মুগুল বাইনাল ইন্টিশার ওয়াল ইনকিসার গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ। গ্রন্থটিতে মামলুক তথা দাস সাম্রাজ্যের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদীক্ষা, বেড়ে ওঠা, জীবনচার, শিক্ষা সমাপন ও সনদগ্রহণের বিশেষ রীতি, ভাষাগত ঐক্য, শিক্ষক-ছাত্র ও সহপাঠীদের মধ্যকার সম্পর্ক, তাদের কিনে নিয়ে যারা তালিম-তারিখিয়াত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন; সেই উস্তাজদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, সপ্তম কুসেত আক্রমণ প্রতিরোধে তাদের অবিসমরণীয় কৃতিত্ব ও গৌরবময় বীরত্ব, কুসেতারদের পরাজয়ের কারণ ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

১. মামলুকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।
২. মিশন বাস্তবায়নে ফরাসিদের ব্যর্থতা।

তারপর আইযুবি সাম্রাজ্যের পতন ও আইযুবি বংশের শেষ সুলতান তুরানশাহকে হত্যার ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে। আইযুবি সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে অনেক কারণ সক্রিয় ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। যেমন :

১. সংস্কারমূলক কাজকর্ম থেমে যাওয়া।
২. শোষণ-নিপীড়ন।
৩. ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তিপূর্জা।
৪. শুরাপদ্ধতি বাতিলকরণ।
৫. আইযুবি-পরিবারের অভ্যন্তরীণ দম্প-সংঘাত।
৬. খ্রিস্টানদের সঙ্গে মিত্রতা।
৭. সভ্যতার বিনির্মাণে আইযুবিদের ব্যর্থতা।
৮. কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা।
৯. গোয়েন্দাবিভাগের দুর্বলতা।
১০. রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে হক্কানি আলিমদের অনুপস্থিতি।
১১. আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিনের মৃত্য ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরির অভাব।

এরপর মিসরের সম্রাজ্ঞী শাজারাতুদ দুর (Shajarat al-Durr) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর বংশপরিচয় কী, তিনি আইযুবি ছিলেন নাকি মামলুক, সম্রাজ্ঞী হিসেবে তাঁর মিসরের ক্ষমতায় আরোহণ, তারপর নারী হওয়ায় আরাসি খলিফা, আলিম ও সাধারণ জনগণ কর্তৃক তাঁর নেতৃত্ব মেনে না নেওয়া, অবশেষে চাপের মুখে

তাঁর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া, তারপর ইজ্জুদ্দিন আইবেককে ক্ষমতায় বসানো এবং তাঁকে বিয়ে করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নারীনেতৃত্বের শরণ বিধান, ইজ্জুদ্দিন আইবেকের শাসনামলের রাষ্ট্রীয় সংকট ও বিপদ—যেমন : আইয়ুবি ও কুসেভারদের বিপদ, মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ নিয়ে ফাসের অধিপতি নবম লুইয়ের (Louis IX) অপতৎপরতা এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার প্রচেষ্টা, মিসর ও সিরীয় শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে নবম লুইয়ের দৃত প্রেরণ, মামলুক ও আইয়ুবিদের মধ্যে সমরোতার ব্যাপারে আক্রাসি খলিফার উদ্যোগ গ্রহণ, মিসরে মামলুকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আরব গোত্রের বিদ্রোহ ও তা দমনে মামলুকদের পদক্ষেপ, বাহরিয়া মামলুক শাসক ফারিস আকতাইয়ের (Faris ad-Din Aktai) ইজ্জুদ্দিন আইবেকের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানো, তারপর আইবেকের তাঁকে মেরে ফেলা, আইবেক আরব স্ত্রীসহ শাজারাতুদ দুরের হাতে নিহত হওয়া, তারপর শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করে আইবেক-সমর্থকদের প্রতিশোধ নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ে ইজ্জুদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর তাঁর ছয় বছর বয়সি পুত্র আল মালিকুল মানসুর আলি ইবনুল মুয়াজের সিংহাসনে সমাচীন হওয়া; তারপর তাঁর কাছ থেকে সাইফুদ্দিন কুতুজের ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কুতুজের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

আইন জালুতের অবিস্মরণীয় যুদ্ধ ও মোঙ্গলদের পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতে বাগদাদ পতনের পর মোঙ্গলদের অব্যাহত যুদ্ধাভিযান, তারপর তাদের শাম ও আরব উপনিষদ দখলের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাতারদের মোকাবিলায় কামিল আইয়ুবির পরিকল্পনা ও মায়াফারিকিনে<sup>১</sup> (সিলভান) তাঁর সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর শাহাদাতবরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নিভৌক নগরী হিসেবে মায়াফারিকিনের সুখ্যাতি ছিল। কামিল আইয়ুবির নেতৃত্বে সেখানে ভোবাহ এক রাস্তক্ষয়ী প্রতিরোধযুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশ্য শহরটিকে তাতাররা দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখায় অবরুদ্ধ আইয়ুবিদের সমস্ত রসদপত্র শেষ হয়ে যায়। তারা দুর্ভিক্ষ ও মহামারির শিকার হয়। মিনজানিকের মাধ্যমে মোঙ্গলদের নিক্ষিপ্ত বিশাল বিশাল পাথরের বিরামহীন আঘাতে দুর্গের প্রাচীরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একপর্যায়ে শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা মৃত্যুবরণ করে।

<sup>১</sup> তুরস্কের প্রাচীন শহর। আধুনিক নাম সিলভান (Silvan)। শহরটি তুরস্কের দিয়াবু বকর (Diyarbakır) প্রদেশে অবস্থিত। — সম্পাদক।